5 APR 2003

ভোরের কাগজ

ছাত্রছাত্রীদের জন্য সুদমুক্ত শিক্ষা ঋণ

মেধাবীদের উৎসাহিত করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন বৃত্তি ও সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। অনেক মেধাবী ছাত্রদের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের অনেক ছাত্রছাত্রীদের মেধা-যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক সীমাবদ্ধতার জন্য উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করা বা শহরে থেকে পড়ালেখা করা সম্ভব হয় না। এ সব সুবিধা বঞ্চিত অস্বচ্ছল মেধাবীদের পাশে এগিয়ে এসেছে বেসরকারি সংস্থা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন'।

এ সংস্থাটি বেশ কয়েক বছর ধরেই তাদের মেধা লালন প্রকল্পের অধীনে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সহজ শর্তে সুদ মুক্ত শিক্ষা ঋণ প্রদান করে আসছে।

সম্প্রতি উক্ত সংস্থা শিক্ষা ঋণ প্রদানের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড থেকে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী ২০০২ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করছে।

৮ টাকা মূল্যের ডাকটিকিটসহ নিজ ঠিকানা যুক্ত ৯.৫০-৪.২৫" সাইজের ফেরত খামসহ আগামী **১০ অক্টোবর** এর মধ্যে আবেদন করলে ডাকযোগে উক্ত ফরম পাঠানো হবে। উক্ত ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে ২৫ অক্টোবরের মধ্যে পৌছাতে হবে।

যে সমস্ত শর্ত সাপেক্ষে সুদমুক্ত শিক্ষা ঋণ প্রদান করা হবে :

জেলা সদরে অবস্থিত স্কুলের জন্য বিজ্ঞান বিভাগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম জিপিএ ৪.৪ এবং জেলা সদরের বাইরে অবস্থিত স্কুলের জন্য ন্যূনতম ৪.২ হতে হবে।

বিজ্ঞান বিভাগ ব্যতীত অন্যান্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা যারা জেলা সদর বা জেলা সদরের বাইরের স্কুল থেকে ন্যূনতম জিপিএ যথাক্রমে ৪.২ এবং ৪.০০ বিবেচনা করা হবে।

জেলা সদরের বাইরের স্কুল থেকে পাস করা শুধুমাত্র মেয়েদের ক্ষেত্রে এই শর্তটি শিথিলযোগ্য।

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতিমাসে ৫০০ টাকা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রতিমাসে ৭৫০ টাকা এবং মেডিকেল, প্রকৌশল, কৃষি বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের ৮০০ টাকা হারে ঋণ দেওয়া হবে।

এই ঋণ ছাড়াও প্রতি শিক্ষা বর্ষে বই ও শিক্ষা উপকরণের জন্য অনুদান দেওয়া হবে যা পরিশোধ যোগ্য নয়।

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ৭০০ টাকা ও মানবিক এবং বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ৫০০ টাকা।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ১০০০ টাকা এবং মেডিকেল, প্রকৌশল ও কৃষি বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের ২০০০ টাকা বাৎসরিক অনুদান হিসেবে দেওয়া হবে।

উচ্চ মাধ্যমিক থেকে ছাত্রছাত্রীদের কোর্স সমাপ্তি পর্যন্ত অর্থাৎ বাংলাদেশের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ বিষয়ে স্নাতকোত্তর এবং মেডিকেল বিষয়ে এমবিবিএস, কৃষি ও প্রকৌশল বিষয়ে বিএসসি চূড়ান্ত পরীক্ষা পর্যন্ত এই ঋণ চালু থাকবে।

তবে উচ্চ মাধ্যমিক থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এ তিনটি পর্যায়ে যে কেউ চূড়ান্ত পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগে পাস করলে বা জিপিএ এর ক্ষেত্রে ৩.০০ এর নিচে হলে এই ঋণ প্রদান বন্ধ থাকবে।

ঋণ গ্রহণকারীর শিক্ষা ধারায় কোনো বিরতি ঘটলে বা লেখাপড়ার ফলাফল অসন্তোষজনক হলে অথবা ঋণ সংক্রান্ত শর্তাবলী পালনে ব্যর্থ হলে ঋণ প্রদান বন্ধ করে দেওয়া হবে। সে ক্ষেত্রে উক্ত সময় পর্যন্ত গৃহীত সমুদয় ঋণ ৫ বছরের মধ্যে প্রতিবছর ৪টি কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে।

এই ঋণ শিক্ষা সমাপ্তির দুই বছর পর হতে পরবর্তী ৫ বছরে প্রতি বছর ৪টি কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে।

মেধা লালন প্রকল্পের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের ঋণ প্রাপ্তিকালীন ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে।

যে কোনো ছুটির সময়ে পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে থাকা প্রয়োজন হতে পারে।

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় খরচ ফাউন্ডেশন বহন করবে।

ছাত্রীরা গ্রামীণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে না পারলে তাদের জন্য বিকল্প কার্যক্রম নেওয়া হবে এবং সেই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ তাদের জন্য বাধ্যতামূলক থাকবে।

এই ঋণ পরিশোধযোগ্য দেনা হিসেবে বিবেচিত হবে।

পিতা-অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রী (ঋণগ্রহণকারী) কর্তৃক যৌথভাবে ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকারপত্র প্রদান ছাড়া কোনো জামিন বা নিশ্চিতকরণ এর প্রয়োজন হবে না।

প্রাথমিকভাবে যারা নির্বাচিত হবে, শুধুমাত্র তাদেরকেই চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য ডাকা হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা :

নির্বাহী পরিচালক
হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
৯/৪, ইকবাল রোড,মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।